

---ঠাসস ঠাসস ঠাসস ঠাসস।ঐ ফকিন্লির বাচ্চা তুই কোন সাহসে আমার জায়গায় বসেছিস?(একটি মেয়ে)

---এই ব্যঞ্জ এর কোথাও তো আপনার নাম লেখা নেই।তাহলে এইটা আপনার জায়গা হলো কি করে?(আমি।গালে এক গালে হাত দিয়ে)

---ঠাসস ঠাসস।তোর তো সাহস কম না আমার মুখে মুখে কথা বলিস।

---আমি তো শুধু একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাস করলাম।তার জন্য আমাকে মারতে হবে?

---ঐ কে আছিস এই ফকিন্লির বাচ্চাকে আমার চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যা।নাহলে আজকে ও আমার হাতে খুন হয়ে যাবে।

---তানহা তানহা ,তুই তোর মাথা একটু ঠান্ডা কর।আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। (একটি ছেলে)

---যা করার তাড়াতাড়ি কর।আমি ওকে আমার চোখের সামনে আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারব না।

---আচ্ছা আচ্ছা।ভাই,তুমি তোমার বইগুলো নিয়ে আমার সাথে একটু আসো। (সেই ছেলেটা আমাকে উদ্দেশ্য করে)

---কেন?আমি আপনার সাথে যাব কেন?আর আপনি আমাকে নিয়ে কোথায়ই বা যাবেন?

---বেশি দূরে না।একটু ক্লাস রুমে বাহিরে তোমাকে কিছু বলার আছে।তাই আনার সাথে চলো।

---আচ্ছা,চলুন।

.  
তারপর আমি আমার ব্যাগপত্র নিয়ে ছেলেটার পিছনে পিছনে ক্লাসের বাহিরে চলে আসলাম।

(

.

---আমাকে এখানে কেন আনলেন?(আমি)

---তুমি কি এখানে নতুন এসে ভর্তি হয়েছো?(ছেলেটা)

---হ্যাঁ। আমি এখানে কালকে এসে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু আপনি কে আর আপনি আমাকে আমার জায়গা থেকে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসলেন কেন?

---আমার নাম রাহাত। আমি এই শহরেরই থাকি। কিন্তু আমার মনে তো হয় না আমি এর আগে তোমাকে এই শহরে কখনও দেখেছি। তুমি কি এই শহরে নতুন?

---হ্যাঁ। আমার বাড়ি সিলেট আগে অন্য একটা ভার্সিটিতে পড়তাম। কোন এক কারণে সেখান থেকে এখানে চলে এসেছি।

---অহ! আচ্ছা। তুমি কি জানো একটু আগে তুমি যার সাথে তর্ক করলে সে কে?

---না। কে সে?

---ওর নাম তানহা।

--তো

--পুরোটা শুনো না ও এই শহরের নেতার একমাত্র মেয়ে। ও যখন যা চায় সেইটাই ওর বাবা ওকে এনে দেয়।

---

---ও আচ্ছা ভাই! তাহলে এখন আমার কি হবে

---সেটা তুমি জানো আর ওর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিও নাহলে পরে বুজতে পারবে

---আচ্ছা ঠিক আছে ?

---কারণ তানহা যদি একবার ওর বাবার কাছে গিয়ে বলে যে তুই ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিস তাহলে ওর বাবা গুল্মা পাঠিয়ে তোর হাত-পা ভেঙ্গে ফেলবে।

---হুম বুজতে পারছি ক্লাস শেষ হলে মাপ চেয়ে নেব?

---আচ্ছা তোমার নাম কি

---শুভ তোমার টা তো জানি হুম

---হ্যাঁ। আচ্ছা চল ক্লাস করি।

---আচ্ছা।

.

তারপর রাহাত আর আমি পিছনে একটা বেঞ্চে বসে পরলাম

.(চলুন পরিচয় দেয়া যাক আমার নাম ইউসুফ চৌধুরী শুভ কালকে এবার  
অনার্স ৩য় বর্ষে পড়ি কালকে এই শহরে আসছি ! আসলে আমি ক্ষেতের মত  
চলাফেরা করি আর কাপরের স্টাইলও পুরানো! আমার আর একটা পরিচয়  
আছে সেটা নাহলে পরেই জানবেন)

তারপর দেখি তানহা একটা মেয়েকে দিয়ে আমি যে জায়গায় বসছি সে জায়গা  
কাপের. দিয়ে পরিষ্কার করাইতেছে

.  
আপনাদের পরিচয় দিতে দিতে আমি বেঞ্চে বসে গেছি ।রাহাতের কথা শুনে  
আমি এমনতেই ভয় পেয়েছি আর ক্লাসে এসে যা দেখলাম তা দেখে আরও ভয়  
পেলাম।

.  
তাহলে ভাবেন মেয়েটাকে সবাই কতটা ভয় পায়।যার জন্য অন্য একটা মেয়ে  
তার জায়গা মুছে দিলো।মুছানো শেষ হওয়ার পর তানহা সেই জায়গা গিয়ে  
বসলো।

.  
।কিছুসময় পর স্যার আসল,ক্লাস শুরু হল।

.  
দেখতে দেখতে একটা একটা করে সব ক্লাস শেষ হয়ে গেল।ক্লাস শেষ হওয়ার  
পর আমি আমার মতো হাঁটতে হাঁটতে ভার্শিটির গেটের কাছে যেতেই হঠাৎ  
কেউ একজন আমাকে পিছনে থেকে ডাক দিল।

.  
---ঐ ক্ষেত এইদিকে আয়।(একটা মেয়েলি কণ্ঠে)

---.....(কাকে না কাকে ডাকছে।যদি আমাকে ডাকতো তাহলে তো আমার নাম  
ধরে ডাকতো আমি সেইটা ভেবে আমি আমার মতো হাঁটতে লাগলাম)

---ঐ ফকিল্লি,ক্ষেত তোকে ডাকছি তোর কানে যায় না?(একটা ইটের চাকা দিয়ে  
আমার শরীরে মেরে)

---আপনি কি আমাকে বলছেন?(পিছনে ঘুরে)

---এখানে তোকে ছাড়া কি আমার কাউকে ক্ষেতের মতো দেখাচ্ছে?(পিছনে তাকিয়ে দেখলাম আমাকে যে ডাকছিল সে আর কেউ না সেই মেয়েটি অর্থাৎ তানহা আর তানহার কথা শুনে ওর আশেপাশের ছেলে-মেয়েগুলো হাসতে লাগল)

---.....(নিশ্চুপ)

---ঐ ক্ষেত ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি এখানেও আসবি?(আমি ভয়ে ভয়ে তানহা কাছে গলাম)

---আআআমাকে কককেন ডডডাকলেন?(ভয়ে তোতলাতে তোতলাতে)

---কিরে ফকিন্নি তুই এমন ভাবে কথা বলছিস কেন?ভালো মতো কথা বলতে পারিস না?

---না না।আসলে....(কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে)

---থাক।আমার তোর আসলে আর নকলে শুন্যার কোন দরকার নাই।

---আসলে আপু সকালের জন্য সরি

--তোর কোন মাপ নাই তোকে শাস্তি পেতে হবে

--কি শাস্তি এবারের মত মাপ করে দেন

.  
একটা কথা বলে রাখা ভালো কালকে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল আর আমরা এখন ভাসিঁটির মাঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।

.  
---তুই আজকে আমার সিটে বসেছিল।আমি উঠতে বলার পরেও তুই উল্টো আমার সাথে তর্ক করলি তোকে তার শাস্তি পেতে হবেইই

---আমি এই ভাসিঁটিতে নতুন এসেছি।তাই জানতাম না যে ঐটা আপনার সিট।তাই ভুলে বসে পরেছি।দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।(ভয়ে ভয়ে)

---ক্ষমা?সেইটা তো আমি তোমাকে করছি না চান্দু।

---বিশ্বাস করেন আমি সত্যি বলছি আমি জানতাম না যে ঐটা আপনার সিট ছিল।ক্লাসে এসে দেখলাম ঐ জায়গায় কেউ বসে নেই তাই আমি গিয়ে ঐখানে বসে পরেছি।আমি যদি জানতাম ঐটা আপনার সিট তাহলে কখনও সেখানে বসতাম না।

---তুই সেখানে ইচ্ছে করে না ভুলে বসেছিস আমি ঐসব কিছু জানতে চাই না। আমি শুধু জানি তুই ঐখানে বসেছিস আর তোর এতটাই সাহস যে তুই আমার মুখের উপরে কথা বলেছিস এর জন্য তোকে শাস্তি পেতে হবে।

---শাস্তি?(শাস্তির কথা শুনে আমার গলা শুকিয়ে আসলো)

---হ্যাঁ, শাস্তি। ঐ তোরা বলতো ওকে কি শাস্তি দেওয়া যায়। (তানহা ওর বন্ধু-বান্ধবীদের উদ্দেশ্য করে বলল)

---তানহা, তুই ওর ঐ তেলে মাখা লম্বা লম্বা চুল গুলো কেটে দো। (একজন)

---না না। তানহা, তুই বরং ওর শার্ট-প্যান্ট খুলে রেখে দো। (আরেকজন। এইভাবে একেকজন একেক কথা বলতে লাগল)

---দয়া করে আমাকে এইসব শাস্তি দিয়েন না। আজকে আমার এই ভার্শিটিতে প্রথম দিন। দয়া করে আমার প্রথম দিন এইভাবে নষ্ট করে দিয়েন না। (হাত জোর করে কান্না করে)

---তুই আমার সামনে হাত জোর করিস বা ন্যাকা কান্না করিস কোনটাতেই কাজ হবে না। শাস্তি তো তোকে পেতেই হবে।

.  
এইসব বলতে বলতে তানহা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল আর আমি এক পা এক পা পরে পিছনে যেতে লাগল।

.  
কিন্তু শেষ রক্ষা আমার হলো না। হঠাৎ করে এমন কিছু হলো যে তানহার মাথায় বুদ্ধি চলে আসল যে আমাকে কি শাস্তি দিবে।

.  
আর সেই শাস্তিটা যে এতটা লজ্জাজনক হল যে আমি আর ভার্শিটির কারো সামনেই মাথা উঁচু করে চলতে পারব না।

ও শাস্তি দেয়ার সময় গেট দিয়ে একটা ছেলে ডুকতেছে ছেলেটাকে দেখে আমি অবাক

কারণ ছেলেটা হলো

...

....

#মাফিয়া\_কিং\_ডখন\_ফ্রুত

#পার্ট:১

#লেখক:রহস্যময়ী\_লেখক

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফ্রুত

#পার্ট:২

#লেখক: ইউসুফ চৌধুরী শুভ

...

....

আমাকে শাস্তি দেওয়ার সময় গেট দিয়ে কতগুলো ছেলে ডুকতেছে আমি  
ছেলেগুলোকে দেখে অবাক কারন ছেলেগুলো হলো রানা ,রাজু ,জয়,সাগর  
আমি ভাবতেছি ওরা এখানে কি করতেছে

এদিকে

তানহা আমার দিকে আসতেছে

তানহা আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি এক পা এক পা করে পিছনের  
দিকে যাচ্ছিলাম।

.

কিন্তু হঠাৎ করে তানহা থেকে যায়।তানহা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে ও  
কাঁদার মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছে আর তাই কাঁদায় ওর পা মেখে গিয়েছে।

.

আগেই বলেছি কালকে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল তাই মাঠের কিছু কিছু জায়গায় কাঁদা  
ছিল।আমি পিছনে যাওয়ার সময় কোন কারণে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

.

কিন্তু ভুল করে তানহা ওর পা কাঁদায় দিয়ে ফেলো।এইটা তানহার জন্য ভুল  
হলেও আমার জন্য একটা অপরাধ হয়ে গিয়েছিল।

.

তানহার পায়ে কাঁদা লেগে গিয়েছে দেখে সেখানে থাকা ওর সব বন্ধু-বান্ধুবীরা

তানহার উপর হাসতে শুরু করে দেয়।

---হাহাহা।তানহা তুই ঐ ক্ষেতটাকে মারতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলি। (তানহা বন্ধু)

---হাহাহা।ঠিক বলেছিস রিয়াদ।তানহার এই ব্যবহারে আমার একটা প্রবাদ মনে পরে গেল। (রিদয়।আরেক বন্ধু)

---কি প্রবাদ?(রিয়া।তানহা বান্ধুবী)

---নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারা।

রিদয়ের এই কথা শুনে সবাই তানহার উপর আবার হাসতে হাসতে শুরু করে আর এইদিকে তানহা মাথা নিচু করে রয়েছে।

রিদয়ের প্রবাদটি শুনে আমিও ফিক করে হেসে দেই।আমার মুখে হাসির শব্দ পেয়ে তানহা নিচ থেকে মাথা উচু করে আমার দিকে তাকায়।

---ঠাসসস ঠাসসস।খুব হাসি পাচ্ছে না তোর?দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে। (তানহা।রাগি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে)

আমাকে মারতে দেখে জয় , রাজুরানা ,আর সাগর যখন দৌরে আসতে যাবে তখন আমি তাদেরকে হাতের ইশারায় তামিয়ে দেই তারা সবাই ওখানে দারিয়ে যায়

তারপর

---না না।আমি হাসছিলাম না তো।হাসছিল তো উনারা। (আমি)

---তাহলে কি আমি ভুল শুনেছি?

---হতে পারে।

---ঠাসস ঠাসস।তুই কি বুঝাতে চাস আমি কানে ভুল শুনি?আজকে তোর জন্য আমার পায়ে কাঁদা ভরেছে।

---আমি কি করলাম?আপনি তো আমাকে ধরতে এসেছিলেন।তাই তো আপনার

পায়ে কাঁদা ভরল।

---চুপ একদম চুপ।তোর জন্য যেমন আমার পায়ে কাঁদা ভরেছে।তাই তুই নিজেই আমার পা মুছে দিবি।

---কিন্তু আমি তো কিছুই করি নেই।আপনিই তো....

---আবার আমার মুখে মুখে তর্ক করিস?বুঝেছি তোকে এইভাবে বললে হবে না।বাকিদের মতোই তোকেও শিক্ষা দিতে হবে।(একবার চিৎকার করে)

---না না।আপনি আমাকে কিছু করিয়েন না।আমি আপনার পা আর জুতো মুছে দিচ্ছি।

---তাড়াতাড়ি দে।

---আপনি একটু অপেক্ষা করুন।আমি কোথাও থেকে একটা কাপড় নিয়ে আসি।তারপর আপনার পা মুছে দিচ্ছি।

---কাপড়ের টুকরো আনার কোন দরকার নেই।

---তাহলে আমি আপনার পা আর জুতো মুছবো কি করে?(অবাক হয়ে)

---কেন?তোর চুল আছে না।চুল দিয়ে মুছে দিবি।

---চুল দিয়ে?(আরও অবাক হয়ে)

---হ্যাঁ।এত বড় বড় চুল রেখেছিস কখনও তো এইগুলো কাজে আসে না।আজকে চুল দিয়ে আমার পা আর জুতো মুছে দে।অন্তত তোর চুল আজকে তোর কোন উপকার করবে।(কথাটা বলেই তানহা হাসতে শুরু করল)

---না না।আমি আমার চুল দিয়ে আপনার পা আর জুতো মুছে দিতে পারব না।

---কি পারবি না?দাঁড়া দেখাচ্ছি।ঐ তোরা ওকে ধরতো।

---কেন রে?ওর মতো ক্ষেত কে ধরে কি করবো?(ছামি)

---দুইজনে মিলে ওকে নিচে করে যাতা দিয়ে ধরবি আর একজন ওর চুল দিয়ে আমার পা আর জুতো মুছে দিবি।

--আজকের মত মাফ করে দিন (আমি)

---,এই দুই বছরের কারো কোনদিন সাহস হয় নেই আমার মুখের উপর কথা বলতে আর ওর কত বড় সাহস আজকে এসেই আমার মুখে উপর কথা



বলে।ওকে তো এর শাস্তি পেতেই হবে।ঐ তোরা ওকে ধর।

তানহার কথা শুনে আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

নিলয়,রিদয় আর ছামি আমাকে ধরে ফেলল।তারপর যা হওয়ার তাই হল।আমাকে জোর করে রিদয় আর নিলয় তানহার পায়ের সামনে ধরল।

আর ছামি আমার বড় বড় চুলগুলো দিয়ে তানহার পা আর জুতো পরিষ্কার করে দিল।

.তা দেখে অদিকে রাজু ,রানা ,সাগর ,জয় ওদিকে রাগে চোখ লাল করে ফেলল কিন্তু আমি হাতের ইশারা দিয়ে কিছু বলতে মানা করে দিছি তাই কিছু করতেছেনা

এইটা দেখে ভার্টিটির সবাই হাসতে শুরু করল।তানহার জুতো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ওরা আমাকে ছেড়ে দিল আর আমি মাথা নিচু করে নিজের বইগুলো হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসতে লাগলাম।

আসার সময়ও সবাই আমাকে দেখে দেখে হাসছিল।আমি চলে আসার সময় তানহা পিছনে থেকে আমাকে বলল...

---আজকের মতো এইটুকু করে ছেড়ে দিলাম।এরপর যদি আর কোনদিন তুই আমার মুখের উপর কথা বলিস তাহলে তোকে আর এইভাবে অপমান করে ছেড়ে দিব না।কথাটা মনে রাখিস।

তানহার এইটুকু কথা শুনার পরে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম।অন্যদিকে আমি যাওয়ার পর তানহা ওর বন্ধু-বান্ধুীদের সাথে বসল।

---দোস্তু,আর যাই বলিস আর না বলিস ঐ ক্ষেতের চুল দিয়ে তুই যে নিজের

পা আর জুতো মুছে নিয়েছিস এইটা দেখতে কিন্তু অনেক ভাল  
লাগছে। (নিলয়)

---হ্যাঁ,তানহা সত্যি।দেখতে অনেক ভালই লেগেছে। (রিতু)

---ঐ ফকিনির বাচ্চা ফকিনি এখন বুঝবে ও কার সাথে তর্ক করছে।ওর কত  
বড় সাহস ও প্রথম দিনই ভার্শিটিতে এসে আমার সাথে তর্ক করে,আমার  
জায়গায় বসে।এইবার বুঝবে কত ধানে কত চাল। (তানহা)

---আচ্ছা এখন চল বাড়িতে যাই(রিতু)

---হ্যাঁ,চল। (তানহা)

.  
সবাই যার যার মতো বাড়িতে চলে গেল আর আমি মেসে চলে আসলাম আমার  
পিছনে পিছনে রাজুরানা, জয়আর সাগর আসল  
আমি কোন মতো বইগুলো নিজের পড়ার টেবিলে রেখে দিয়ে আমি আয়না দিয়ে  
আমার চুল দেখতে লাগলাম।

.  
আমার সবগুলো চুলে তানহার পা আর জুতোর কাঁদা লেগে আছে।আমি এতটা  
কষ্ট করে আমার চুলগুলো বড় করেছিলাম আর ঐ তানহা কিনা আমার  
চুলগুলোর সাথে এমনটা করল?

.  
তারপর ওর প্রতি খুব রাগ হলো কিন্তু কিছু বললাম না  
ভাই আপনি আমাদের আটকালেন কেন (জয়)  
দেখ তোরা তো জানিস আমার অতিত সম্পর্কে(আমি)  
কিন্তু ভাই ওরা যা করল (রানা)

ওসব বাদ দে আচ্ছা তোরা এখানে কি করতে আসছিলি(আমি)  
আমরা এখানে

...

...

চলবে.....

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেত

#পার্ট:৩

#লেখক: Yousuf chowdhury shovo

....

...

আমরা এখানকার নেতার সাথে দেখা করতে আসছি (রানা)

ও (আমি)

হুম কিন্তু ভাই আপনি আমাদের আজকে না আটকাইলে ওদের বুজাই দিতাম  
আপনি কে (জয়)

ওসব বাদ দে তোরা যা (আমি)

না আমরা যাব না আজকে থেকে আমরা আপনার সাথে থাকব(রানা)

কিন্তু আমি যেভাবে থাকব সেভাবে তোরা থাকতে পারবি(আমি)

ভাই আপনার জন্য আমরা সব পারব(সবাই একসাথে বলল)

আচ্ছা আজকে থেকে তোরাও ক্ষ্যাত এর মত থাকবি কেউ যদি আমাদের  
অপমান করে আমি যতক্ষন তাদের কিছু করতে মানা করি ততক্ষন তোরা  
কিছু করবি না(আমি)

আচ্ছা ঠিক আছে ভাই(সাগর)

হুম (আমি)

-তারপরের দিন সকালে কলেজে চলে গেলাম

আমি আগে আগে গেলাম রাজু ,জয়, রানা, আর সাগরকে পিছনে পিছনে আসতে  
বললাম

আমাকে আসতে দেখে তানহা বলে উটল

জানিস রিয়া আমি নিলজ্য মানুষ অনেক দেখছি কিন্তু ওর মত নিলজ্য মানুষ  
আর দেখি নাই(তানহা)

তুই কার কথা বলতেছত(রিয়া)

আরে দেখতেছত না কালকে এই ফেতকে কত অপমান করছি তাও আবার  
কলেজে আসছে(তানহা)

আরে তুই জানস না ক্ষেতরা এমনই হয় (রিদয়)

হুম(তানহা)

আমি ওদের কথায় পাণ্ডা না দিয়ে সোজা ক্লাসে চলে আসলাম

এদিকে রানা , রাজু জয় , সাগর বলতেছে

দেখছস এই মেয়ের কি সাহস ভাইকে ক্ষেত বলে অপমান করে(রাজু)

আমার ইচ্ছা করতেছে এই মেয়েকে এখনই মেরে পেলি(রানা)

হুম আমারও কিন্তু কিছু করার নাই ভাই তো আমাদের কিছু বলতে মানা

করছে না হলে দেখাইয়া দিতাম ভাই কে(সাগর)

ভাই আমাদের মানা করার কারনে এই মেয়ে বেচে গেছে(জয়)

হুম (রানা)

এদিকে আমি ক্লাস শেষে বাইরে আসব তখন তানহস ডাক দিল

এই ক্ষেত এদিকে আয় (তানহা)

জি আমাকে ডাকছেন (আমি)

তুই ছারা এখানে আর কেউ আছে নাকি (তানহা)

না নেই ! তো কিজন্য ডাকছেন. (আমি)

দেখ তানহা এই ছোট লোকের তো সাহস কম না তোর সামনে কেমনে কথা

বলে( রিদয়)

দেখছস ওর কি সাহস কালকে এভাবে অপমান করলি তাও ঠিক হলো না

(ছামি)

ওদের সবার কথা শুনে তানহা রাগে গজগজ করতে থাকল

তারপর তানহ....

....

...

চলবে....

....

...

আজকের পর্বটা ছোট হয়ে গেল কারন কারেন্ট না থাকায় মোবাইলের চার্জ

শেষ হয়ে গেছে!

তাই সরি কিন্তু পরের. পর্ব আরও বড় করে দিব

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ক্ষেত

#পার্ট:৪

#লেখক: Yousuf chowdhury shovo

...

....

তার পর তানহা আমাকে

ঠাসসস তোর সাহস তো কম না এভাবে আমার সাথে কথা বলছ(তানহা)

আমি আবার কেমনে কথা বললাম(আমি)

এই একদম ন্যাকা সাজবি না (তানহা)

আমি কেন ন্যাকা সাজতে যাব(আমি)

দেখ তানহা ছোটলোকটা কিভাবে তোর সাথে কথা বলে(ছামি)

আজকে এই ক্ষেতটাকে একটু অন্যরকম শাস্তি দিতে হবে যাতে মনে রাখা এই সানিয়াটা কে(তানহা)

হুম ওকে একটু ভিন্নরকম শাস্তি দে (রিদয়)

হুম রিদয় ঠিক বলছে রে(রিয়া)

হুম দিব শাস্তি তোরা শুধু দেখ(তানহা)

হুম(সবাই একসাথে)

এই তোরা সবাই মিলে এই ক্ষেত টাকে ধর তো(তানহা)

আচ্ছা বলে রিদয় , নিলয় আর ছামি. সবাইকে আমাকে ধরল

আগেই বলে দেই আমাদের কলেজের পিছনে একটা পুকুর আছে অনেক পুরানো যেখানে সবসময় শেওলা ভর্তি থাকে

ওই এই ছোটলোকটাকে ধরে সবাই পুকুরের কাছে নিয়ে চল(তানহা)

এবারের মত আমাকে ছেড়ে দেন (আমি)

তোকে আবার মাফ হাহা এই তোরা কি বলছ একে কি মাফ করে

দিব(তানহস হাসতে লাগল)

না তানহা তুই ওকে কঠিন শাস্তি দিবি যাতে তোকে ভালো করে চিনতে পারে  
(রিদয়)

হুম রিদয় ঠিক বলেছে তানহা (ছামি)

দেখছত ওরা সবাই কি বলল তোকে কখনো মাফ করব না(তানহা)

আমি আর ভুল করব না প্লিজ এইবার মাফ করে দেন(আমি)

চুপ বেশি কথা বলছ এই তোরা সবাই ওকে দরে নিয়ে চল তো(তানহা)

তারপর ওরা সবাই মিলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল

এদিকে রাজু ,রানা ,জয় আর সাগর আমার দিকে অসহায়র মত থাকিয়ে আছে

কারণ আমি কিছু করতে না বলা পরজন্ত ওরা কিছু করতে পারবে না

এদিকে আমাকে এনে ছামি, রিদয়,আর নিলয় মিলে পুকুরে ফেলে দিল

আমার পুরোগায়ে শেওলা ভর্তি হয়ে গেছে

তা দেখে পুরো কলেজের সবাই হাসতেছে

তারপর

তানহা শস্টিটা কিন্তু অনেক ভালো হইছে (রিয়া)

হুম আর কোনদিন দেখবি তোর মুখে মুখে কথা বলবে না(ছামি)

হুম আর এই ছোটলোক শোন এখন থেকে চিনে নিবি এই সানিয়া টা

কে(তানহা)

হুম(আমি)

তারপর ওরা সবাই চলে গেল

আমি কোনরকম মেসে এসে শাওয়ার নিতে গেলাম আর ভাবতেছি একদিন

তানহস বুজবে আমার সাথে খারাপ আচরন করার পরিণাম

তারপর শাওয়ার নিয়ে বাহির হলাম

দেখি রাজু ,রানা, জয় আর সাগর আসছে

ভাই আপনাকে আজকেও কত অপমান করল তাও কিছু বললেন না যে(জয়)

থাক ওসব বাদ দে(আমি)

কেন ভাই বাদ কেন দিব আপনি তো চাইলে কিছু করতে পারতেন নাহলে  
আমাদের কিছু করার জন্য বলতেন(রানা)

হুম সময় হলে তোদের কিছু করতে বলব(আমি)

আম্চা ভাই(রাজু)

তারপর আমরা সবাই মিলে রেস্টুরেন্ট থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষন  
আড্ডা দেই

তারপর বিকালে আমি একটু পার্কে ঘুরতে গেলাম

একটা বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলাম. ৫ বছর আগের কথা ভাবতে লাগলাম আর  
মনে মনে বলতে লাগলাম কত সুখি ছিলাম আগে নিজের পরিবার নিয়ে আর  
এখন কেউ নেই

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল ভাই বাসায় চলে গেলাম

রাতে খাবার খেয়ে সুয়ে পরলাম

তারপরের দুই দিন কলেজে গেলাম না

তিনদিনের দিন কলেজে যাই কলেজে যেতেই

.....

.....

চলবে....

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেঁত

#পার্ট:5

#লেখক: Yousuf chowdhury (Shuvo)

...

...

....

...

...

...

..

..

...

...

...

...

..

loading

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেঁত

#পার্ট:৬

#লেখক: Yousuf chowdhury(Shovo)

...

...

-এই তোর নাম কি শুভ (একটা লোক )

-হ্যা আমার নাম শুভ (আমি)

এটা বলাতেই একটা লোক বলে উটল

-এই সালাকে ধর(একটা লোক)

-কিন্তু কেন আমি কি করছি (আমি)

চুপ বেশি কথা বলসচল আমাদের সাথে(একটা লোক)

তারপর সবাই মিলে আমাকে ধরে নিয়ে মাঠে নিয়ে গেল

আমার পিছু পিছু রানা ,জয়,রাজু,সাগর আর রাহাত সবাই আসল

এদিকে কলেজের সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারপর দেখলাম তানহার

ওর বাবুদের সাথে এদিকে আসতেছে

-আমার কাছে আসতেই তানহা বলল

-বলছিলাম না তোকে দেখে নিব(তানহা)

-তুই শুধু এই ১০-১২ জনকে দিয়ে আমাকে মারবি হা হা(আমি)

-তোর হাসি এখন খুজেও পাওয়া যাবে না !আজ দেখবি এই তানহার গায়ে

হাত তোলার পরিনাম আর বুজতে পারবিএই তানহা কত ভয়ঙ্কর (তানহা)

-হুম দেখব ! আজ তুইও দেখবি আমি কত ভয়ঙ্কর(আমি)

-হুম দেখা যাবে ! আরে তোরা দারিয়ে আসত কেন মারা শুরু কর(তানহা)

জি ম্যাম বলে আমাকে মারা শুরু করল



ওঁৰ সবাই মারতেছে আৰ এদিকে আমি হাসতেছি

কু\*\* বা\*\*\* তোকে এত মারি তাও হাসছ (তা বলে একটা লোক আমার  
বুকে লাথি মারে)

আমি কিছুটা ধূৰে গিয়ে পরে যাই তারপর উটে ধরিয়ে

আমি তো এখনও আকশ্যন শুরু করনি (আমি)

তুই আবার কি অাকশ্যন শুরু করবি হাহাহা(বলে লোকটা হাসতে থাকে)

তা তো তোরা এখন দেখতে পারি(আমি)

হুম দেখব ! এই যা তো এর আকশ্যনটা দেখে আয় তো (একটা ছেলেকে  
উদ্দেশ্য করে বলে)

ছেলেটা আমার কাছে আসতে প্রথমে একটা লাথি দিলাম ছেলেটা সোজা ওই  
লোকগুলোর গায়ের উপর পরল

আমার মাইর দেকে পুরো কলেজ অামারদিকে তাকিয়ে আছে এদিকে তানহা তো  
পুরো অবাক

তারপর লোকগুলো উটে দারিয়ে

কু\*\* ব\*\* তোর এত বড় সাহস আমাদের লোকদের গায়ে হাত দেছ (বলে  
লোকগুলো আমার দিকে আসতেছে)

তখনই আমি জয় ,রানা,রাজু ,আর সাগরকে রেডি থাকতে বলি

ওরা আমার কাছে আসতে যাবে তার আগেই রাজু ,রানা,জয়আর সাগর ওদের  
সামনে চলে আসে

এই তোরা আবার কারা সামনে থেকে সর(একটা লোক)

না সরবনা তুই কি করবি (রানা)

তবে রে কু\*\*বা\*\*\* দেখ তাহলে(বলে লোকগুলো আমাদের দিকে আসতেছে)

তারপর শুরু হয় মারপিট

আমি, রাজু, রানা ,সাগর আর জয় মিলে সবাইকে মারতে মারতে আধমরা করে  
ফেলছি

আমাদের মার দেখে পুরো কলেজের সবাই বলতেছে ৫ টা রয়েল বেঙ্গল টাইগার

আসছে

তারপর মারা শেষ হলে আমি তানহাকে গিয়ে বলি  
আমি চাইলে তোকেও মারতে পারতাম কিন্তু তোকে মারিনি কারন তুই মেয়ে  
বলে আর মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না(আমি)

তানহা চুপচাপ দারিয়ে আছে কোন কথা বলছে না  
তারপর আমরা সবাই ওখান থেকে লোকগুলোকে নিয়ে মেরে হাসপিটালে দিয়ে  
এসে মেসে চলে আসি

আর এদিকে রাহাত ভবতেছে কে এই শুভ যার গায়ে কিনা এত শক্তি আর  
লোকগুলো বা কারা

আর এদিকে তানহাও ভাবতেছে ওই ক্ষেত ছেলেটার কাছে এত শক্তি আসল  
কিভাবে আর লোকগুলোবা আমার লোকদের কেন মারল

আমাকে অপমান করল পুরো কলজের সামনে আমি এর প্রতিশোধ নিব  
আর এদিকে আমরা সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে

আড্ডা দিচ্ছি তখন রানা বলল

ভাই আপনি তো এই মেয়েকে আগে থেকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতেন কিন্তু  
কিছু বলেননি কেন(রানা)

ও আমার মরা মা - বাবা কে গালিদিছে তাই(আমি)

ও ভাই আচ্ছা ভাই একটা কথা বলি (জয়)

হুম বল(আমি)

ভাই আপনি তো আগে কোন লোক আপনাকে খারাপ কিছু বললে আপনি  
কাউকে ছার দিতেন না কিন্তু এই মেয়েকে কেন ছার দিলেন(জয়)

তোরা তো জানস নাবিলা আমাকে কি বলছে !

তাই কেউ যদি কিছু বলে তা সহ্য করে নেই শুধু নাবিলার কারনে  
কিন্তু এই মেয়ে আমাকে বাধ্য করেছে মারামারি করতে আমি নাবিলার কথা  
রাখতে পারলাম না জানিনা নাবিলা আমাকে মাফ করে কিনা (আমি)

(নাবিলা কে আপনারা এখনও বুজতে পারেন নাই

পরের পর্ব পড়লে বুজতে পারবেন)

-ও সরি ভাই আমরা আসলে(রাজু পুরোটা বলতে না দিয়ে)

-ঠিক আছে আমি শুধু এটুকু চাই নাবিলা শুধু আমায় মাফ করে দেখ (আমি)

হুম ভাই আমরাও আশা করি(সবাই একসাথে)

আর এদিকে তানহার বাবা বাসায় আসলে তানহা...

....

...

চলবে....

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ক্ষেত

#পার্ট:৭

#লেখক: Yousuf chowdhury(shovo)

...

...

রাতে তানহার বাবা বাসায় আসলে তানহারর বাবা বলল

-আমার মামুনি কি করে(তানহার বাবা)

কিছুনা (তানহা খানিকটা মন খারাপ করে বলল) □ □

কি হয়েছে মন খারাপ নাকি মা (তানহার বাবা)

হুম বাবা ওই ছেলেটার জন্য ওই ছেলেটা আমাকে কত অপমান করছে আবার

আমার গায়ে হাত তুলছে(তানহা)

তো ওর জন্য তো লোক পাঠালাম (তানহার বাবা)

তোমার লোক কিছু করতে পারে নাই(তানহা)

মানে (তানহার বাবা খানিকটা অবাক হয়ে)

হুম তারপর তানহা তার বাবাকে সব কিছু খুলে বলল

কি এই ছেলেগুলোর এত বড় সাহস (তানহার বাবা)

হুম বাবা(তানহা মন খারাপ করে)

ঠিক আছে কালকে আমি যাব আর দেখব কোন ছেলের এত বড় সাহস যে  
আমার মেয়ের গায়ে হাত দেয়(তানহার বাবা)

ওকে বাবা(তানহা)

তারপরের দিন সকালে আমি একটু স্টাইলিস হয়ে কলেজে যাব তাই রেডি হব  
আজকে একটু অন্য রকম ভাবে রেডি হলাম

আগের মত ফেত এর পোশাক পরলাম না

আজকে নিল শার্ট আর নিল প্যান্ট আর নিল জুতা পরলাম. আর চুলগুলো  
জেল দিয়ে ধার করে দিলাম তারপর রুম থেকে বাহির হলাম

তা দেখে রাজু বলল

ভাই আজকে তো আপনাকে পুরো নায়ক নায়ক লাগতেছে(রাজু) □□

তাই নাকি(আমি)

হুম. ভাই আপনাকে দেখলে যেকোনো মেয়ে প্রেমে পরে যাবে (রানা)

মুহূর্তেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল কারন নাবিলার কথা মনে পরে গেল  
ওরা হয়ত ওটা বুজতে পারছে তাই রানা বলল

সরি ভাই (রানা)

আচ্ছা ঠিক আছে !শোন একটা কাজ কি করতে হবে(আমি)

হুম বলেন ভাই কি কাজ (জয়)

আমাদের দলের সব লোকদের আসতে বল সাথে ১৫ টা গাড়ি নিয়ে আসতে  
(আমি)

আচ্ছা ভাই ! কিন্তু হঠাৎ কেন আসতে বলতেছেন ভাই(সাগর)

আজকে আমি আমার আসল রূপ সবাইকে দেখাব. মানুষ জানবে আজ কে এই  
শুভ (আমি)

আচ্ছা ঠিক আছে ভাই (সাগর )

তারপর কলেজে চলে আসলাম কলেজে আসতেই দেখি সব ছেলে মেয়ে আমার  
দিকে তাকিয়ে আছে কারন তারা দেখছে কালকে আমার ভয়ঙ্কর মারার স্টাইল  
আর আজকে আমি স্টাইলিস ভাবে কলেজে আসলাম তাই

তারপর ক্লাসে ঢুকতে যাব তখনই দেখি তানহারর বন্ধুরা এদিকে আসতেছে আর  
তাদের সাথে রাহাতও আছে

আমার কাছে আসতেই

শুভ (রিয়া)

কি ব্যাপার আজকে এই ছোটলোকটাকে এভাবে ডাকতেছে যাকে কিনা প্রতিদিন  
অপমান করা হয় !তো কিজন্য ডাকছেন(আমি)

সরি আসলে আমার তোমার কাছে মাফ চেতে আসছি আমরা এতদিন তোমার  
সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করছি প্লিজ আমাদের মাফ করে দেও(রিদয়)

আরে ছোটলোকের কাছে মাফ চাইলে তো আপনাদের প্রেস্টিজ পামছার হয়ে যাবে  
(আমি)

সরি আমরা জানি আমরা তোমার ক্ষমার যোগ্য না তাও আমাদের ক্ষমা করে  
দেও এতদিন তানহার মত অহংকারি মেয়ের সাথে মিশে আমরাও অহংকারি হয়ে  
গেছি তাই তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছি কিন্তু আমরা আমাদের ভুল  
বুজতে পারছি তাই আমাদের মাফ করে দেন(সবাই একসাথে কান্না করে  
কথাগুলো বলল)

শুভ ওরা ঠিক বলছে ওদের মাফ করে দে(রাহাত)

তোরা কি বলস (আমি রান,রাজু জয়,আর সাগরকে উদ্দেশ্য করে বললাম)

ভাই আপনি যা বলেন ( সবাই একসাথে)

আচ্ছা ঠিক আছে মাফ করে দিলাম(আমি)

সত্যি (ছামি)

ঠিক আছে আজকে থেকে আমরা ফ্রেন্ড (রিয়া )

আচ্ছা ঠিক আছে (আমি)

আচ্ছা শুভ একটা কথা বলি(রাহাত)

হুম বল. (আমি)

তুই কে (রাহাত)

মানে(আমি)

মানে এই যে তুই এত স্টাইলিস হয়েও ফেতের মত চলাফেরা করস আর তোর  
গায়ে এত শক্তি আসল কিভাবে আর ওরা কেন তোকে ভাই ডাকে(রাহাত)  
সব জানতে পারবি কিছুক্ষন অপেক্ষা কর (আমি)

আচ্ছা ঠিক আছে(রাহাত)

তারপর সবাই একসাথে ক্লাসে গেলাম ক্লাসে গিয়ে দেখি তানহা আজকে ক্লাসে  
আসে নাই.

তারপর একে একে সব ক্লাস করে বাহির হলাম

রাহাত একটু আগে বাহির. হল.

হঠাৎ রাহাত কোই থেকে যেন দৌরে এসে বলল

শুভ তুই পালিয়ে যা তানহার. বাবা আর তানহা এখানে ওসিকে নিয়ে আসছে  
সাথে অনেকপুলিশ নিয়ে আসছে(রাহাত)

কিন্তু (আমি ) পুরোটা বলতে না দিয়ে নিলয় বলল

না শুভ ও ঠিক বলছে ওর বাবা খুবই ভয়ানক তুই কলজের পিছনে এর দিক  
দিয়ে পালিয়ে যা

(নিলয়)

পালাতে হবে না তোরা শুধু দেখ আমি করি (আমি)

তুই আবার কি করবি !আর ওর বাবর সাথে পারবি না ওরা অনেক  
ভয়ানক(রিয়া)

তোরা এত ভয় পাইস না তোরা শুধু দেখ আমি করি(আমি)

তারপর তানহার বাবা এসেই বলল

এই এখানে কারএত বড় সাহস যে আমার মেয়ের গায়ে হাত দেয়. আর আমার  
লোকদের মারে(তানহার বাবা)

হুম দেখি কার এত বড় স্পর্দা নেতার মেয়ের গায়ে হাত দেয় দেয়(ওসি)

আমি তখন হাত তুললাম আর আমার পাশে জয় রাজু , জয় ,রানা,আর সাগর  
তা দেখে ওসি বলল

ওদিকে তাকিয়ে কি দেখস এদিকে দেখস এদিকে তাকা আর তোরাও তাকা

[রাজু,রানা, আর জয় কে উদ্দেশ্য করে বলে]

আর তানহা তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতেছে আর মনে মনে অনেক খুশি হয়

আর ভাবে আজকে এই ছোটলোকটাকে শিক্ষা দেওয়া যাবে

আর এদিকে জয় ,রাজু , রানা আর সাগর ওসির দিকে ফিরল

তা দেখে ওসি বলল

আরে রাজু রানা , জয়আর সাগর ভাই আপনারা এখানে (ওসি)

হুম আমরা এখানে তো আপনি এখানে কি করেন (রানা)

আসলে ভাই নেতার মেয়ের গায়ে নাকি ওই ছেলেটা হাত তুলছে তাই ওকে

একটু সায়েস্তা করতে আসছি(ওসি)

এটা শুন্যর পর আমি যখন পিছনে ফিরলাম

আমাকে দেখেতো ওসি অবাক

আর এদিকে তানহা তো আমাকে এমন স্টাইল দেখে ক্রাস খাইছে

তারপর ওসি বলল

স্যার আপনি এখানে (ওসি)

আমাকে স্যার ডাকতে দেখে তানহা ও তার বাবা অবাক

তারপর তানহার বাবা বললেন

ওসি সাহেব আপনি কেন এই ছেলেটাকে স্যার ডাকতেছেন (তানহার বাবা)

আপনি চুপ থাকেন ! স্যার আপনি এখন যেতে পারেন(ওসি)

হুম (বলে আমি একটু সামনে যাই)

তখনই তানহার বাবা বললেন

ওসি সাহেব আপনি কেন ওকে ছেঁতে দিলেন(তানহার বাবা)

আপনি ওনাকে চিনেন (ওসি)

না তো কে ও (তানহার বাবা)

ওঁন হলেন মাফিয়াদের বস পুরো ওয়াল্ডের মাফিয়াদের কিং \* শুভ \* (ওসি)

এটা শুন্যর পর সবাই অবাক সবচেয়ে বেশি অবাক তানহা আর তার বাবা

কারণ শুভ চিনে না এমন কেউ নাই পুরো ওয়াল্ডে

আর এদিকে আমি গেটের কাছে আসতে...

....

...

চলবে....

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেঁত

#পার্টঃ৮

#লেখক:ইউসুফ চৌধুরি শুভ

....

...

আমি গেটের. কাছে আসতেই ১৫ টা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দারিয়ে যায়

আর গাড়িগুলো সব আমার লোকদ্বারা ভর্তি

তারপর একটা লোক গাড়ি থেকে বাহির হল

তারপর লোকটি আমার কাছে এসে

আমার গায়ে একটা নিল কোট পড়িয়ে দিল

তারপর

আমি গিয়ে আমি গিয়ে আমার গাড়িতে গিয়ে বসলাম

তা দেখে কলজের সবাই অবাক

তারপর আমার পিছনে ৭ টা গাড়ি আর সামনে ৭টা গাড়ি আর আমার গাড়ি

সবার মাঝখানে

তারপর আমি ওখান থেকে আমরবাসয় চলে গেলাম

তারপর ওসি তানহার বাবাকে বলল

আপনার ভাগ্য ভালো যে ও আপনাকে আর আপনার মেয়েকে কিছু বলে নাই!

নাহলে শুভ এর সাথে কেউ খারাপভাবে কথা বললে কেউ বেচে থাকে না

তানহা ও তার বাবা নিশ্চুপ বলতে গেলে পুরো কলেজে নিশ্চুপ.

কারণ

শুভ এর মত আন্ডারওয়াল্ড কিংকে তারা দেখতে পারে

তারপর ওসি আবার বলল

আপনার আর আপনার মেয়ের ভাগ্য ভালো আপনারা বেচে আছেন (ওসি)

তানহা আর তার বাবা এখনও নিশ্চুপ



আর আমাকে এরপর থেকে এমন জামেলায় ডাকবে না এখন আমি যাই (ওসি)  
তারপর ওসি ওখান থেকে চলে যায়  
এদিকে তানহা আর তার বাবার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছে না  
তারপরও তানহা ও তার বাবাও বাড়িতে চলে যায়  
আর এদিকে আমি বাসায়. চলে আসি  
বাসার গেটে আসতেই  
তারপর সাগার এসে আমার গাড়ির দরজা খুলে দেয়  
আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে বাসার ভিতর চলে যাই  
আমার সব লোক আমার বাড়ি ঘিরে দাড়িয়ে আছে  
আর এদিকে তানহা বাসায় গিয়ে ভাবতে থাকে  
শুভ এর সাথে আমি কত খারাপ কথা বললাম কত অপমান করলাম তাও  
আমাকে কিছু বল না !  
কিন্তু শুভ এখানে এমন ক্ষেতের বেশে কেন চলাফেরা করত আর ছেলেটা কত  
কিউট কত স্টাইলিস আমি কিনা তার সাথে কত খারাপ ব্যবহার করছি  
আর এদিকে আমি দুপুরের খাবার খেয়ে কতক্ষন শুয়ে ছিলাম আর মনে মনে  
ভাবতেছি আমি নাবিলার কথা রাখতে পারলাম না নাবিলা কি আমাকে ক্ষমা  
করবে!না আমি যখন আগের রূপে ফিরে এসেছি আমি নাবিলার খুনির  
প্রতিশোধ নিব  
তারপরের দিন সকালে তানহা কলেজে গেল  
তানহা কলেজে গিয়ে আমাকে খুজতেছে  
তারপর রাহাত,রিদয়,রিয়া আর নিলয়কে দেখতে পেয়ে তানহা তাদের কাছে গেল  
শুভ কই (তানহা ওদের উদ্দেশ্য করে বলল)  
বাহ বাহ তানহা যাকে তুমু প্রতিদিন অপমান করতি আজ তাকেই তুমি  
খুজতেছ(রাহাত)  
আর কত অপমান করবি(রিদয়)  
মানে !তোরা এসব কি বলতেছত(তানহা)  
মানে কিছুই বুজতেছত আমরা আমাদের ভুল বুজতে পারছি (ছামি)  
তাই আমরা সবাই ওর কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি(ছামি)  
ও আমাদের মাফ করে দেছে আর কালকে থেকে আমরা ফ্রেন্ড হয়ে গেছি  
(রিয়া)

আচ্ছা তুমি শুভ এর কেন খোজ করতেছ (রাহাত)

আমি শুভ এর কাছ থেকে মার চাইতে আসছি(তানহা)

হাহা তানহা তুমি আমাদের হাসাইতেছো তুমি কি ভাবলা তোমাকে শুভ মার করে দিবে কক্ষনো করবে না কারন তোমার মনে নাই তুমি শুভর সাথে কি করছ (রাহাত)

প্লিজ তোমরা এমনে বলিস না আমি এতদিন অহংকারে ডুবে ছিলাম তাই অনেক কিছু করে ফেলছি কিন্তু এখন আমি আমার ভুল বুজতে পারছি তাই আমি শুভ এর কাছে ক্ষমা চাইতে আসছি(তানহা)

আচ্ছা আমরা তোকে মার করে দিলাম কিন্তু শুভ মার করে দেয় কিনা দেখ(রিয়া)

হুম কিন্তু শুভ কই(তানহা)

একটু পর আসবে (রাহাত)

ওদের কথার আগেই আমি কলেজে হাজির

আজকে একটু অন্যভাবে কলেজে আসলাম যেমন আগে আমার সাথে কোন গাড়ি আর গার্ড ছিল না আজকে অনেক গাড়ি আর অনেক গার্ড

আমাকে দেখে পুরো কলেজ আমার দিকে তাকিয়ে আছে

তারপর আমি রাহাত , রিয়া,ছামি,রিদয় আর নিলয় এর কাছে গেলাম

কেমন আসত তোরা (আমি)

ভালো তুই(রাহাত ভয়ে ভয়ে বলল কারন কালকের ঘটনা শুনে সবাই অনেক ভয় পাইসত)

ভালো!আরে আমি তোদের বন্ধু সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই(আমি)

হুম(রিয়া)

তারপর খেয়াল করলাম তানহা আমার দিকে একদৃষ্টিতে ছেয়ে আছে তা দেখে আমি বলি

আরে আপনিএখানে আজ আবার কি অপমান করবেন

প্লিজ শুভ আমাকে ক্ষমা করে দেও আমি আমার ভুল বুজতে পারছি(তানহা)

তো আমি কি করব(আমি)

প্লিজ এবারের মত আমাকে মার করে দেও (তানহা আমার হাত ধরে বলল)

আরে আপনি এই ছোটলোকটার হাত কেন ধরতেছেন এই হাত ধরলে তো

আপনার হাত নোংরা হয়ে যাবে

আমি সত্যি মন থেকে ক্ষমা চেতে আসছি!

! আসলে ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ার পর বাবা আমাকে যা চাইত তা এনে দিত আমি যা বলত তাই শুনত তাই আমি যখন যা ইচ্ছা তাই করতাম তাই আ আস্তে আস্তে অহংকারি হয়ে যাই!

আমি আমার ভুল বুজতে পারছি

দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেও (আমার হাত দরে কান্না শুরু কথাগুলো বলে)

হুম শুভ ও ঠিক বলছে ওকে মাফ করে দে (রাহাত)

আচ্ছা ঠিক আছে মাফ করে দিলাম (আমি)

সত্যি (তানহা অনেকটা খুশি হয়ে বলল)

হুম (আমি)

তাহলে আজকে থেকে আমরা ফ্রেন্ড (তানহা)

আচ্ছা ওকে (আমি)

আচ্ছা শুভ তোমাকে একটা কথা বলি (তানহা)

হুম বল (আমি)

তুমি তো আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিং তাহলে তুমি এভাবে চলাফেরা করছিল কেন প্রথমে (তানহা)

হুম আমরাও জানতে চাই (সবাই একসাথে)

আচ্ছা তাহলে শোন

৫ বছর আগে

.  
□

.  
.

□ চলবে.....

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেঁত

#পার্ট:৯

#লেখক: ইউসুফ চৌধুরী

...

...

৫ বছর আগে

আমি ছিলাম সিলেট শহরের মাফিয়াদের কিং

পুরো ওয়াল্ড এর সবাই এক নামে চিনে ফেলত

তো আমি মাফিয়াদের কিং

একদিন আমি রাস্তা দিয়ে হেটে যাইতেছি তখন দেখি একটা মেয়েকে কিছু ছেলে  
টিস করতেছে

তা দেখে আমার মাথা গরম হয়ে যায়

তাই আমি ওখানে গেলাম আমার সাথে রাজু ,রানা ,জয় আর সাগর ও আছে  
ওদের কাছে যেতেই আমাকে দেখে আনাস বলল

ভাই আপনি এখানে (আনাস)

তোর এতবড় সাহস আমসর এলাকায় টিজ করস (আমি)

ভাই ওকে টিজ করলে আপনার সমস্যা কি(আনাস)

কি তোর এত বড় সাহস মেয়েদের টিজ করস আবার আমার সাথে বড় বড়  
কথা বলস(বলে ওকে মারতে শুরু করি)

তারপর ওকে অনেক মারি তারপর বলি

তাকে যদি আরেকবার দেখি মেয়েদের টিজ করতে তাহলে একবারে সোজা  
উপরে পাটিয়ে দিব(আমি)

শুভ তুইও মনে রাখিস আমার বাবা এখানকার মন্ডি (আনাস)

কি তুই আমাকে তোর বাবার ভয় দেখাস যা তোর বাবাকে গিয়ে বল শুভ  
মারছে (আমি)

তারপর আনাস ওখান থেকে চলে যায়

তারপর মেয়েটি আমার কাছে এসে বলল

থ্যংকস (মেয়েটি)

থ্যংকস দেওয়ার কিছু নাই আজকে এখানে অন্য কোনো মেয়ে থাকলেও আমি  
একই কাজ করতাম(আমি)

আপনি তো অনেক ভালো মানুষ(মেয়েটা)

আপনি এই শহরে নতুন (আমি)

হুম আপনি জানলেন কিভাবে(মেয়েটা)

তাই আমাকে ভালো বলতেছেন কিন্তু পরে সব জানতে পারবেন(আমি)

ওসব বাদ দেন ; আচ্ছা আপনার নাম কি(মেয়েটা)  
ইউসুফ চৌধুরী সবাই শুভ বলে ডাকে আপনার(আমি)  
নাবিলা (মেয়েটা)  
আচ্ছা আমি এখন আসি একটা কাজ আছে(আমি)  
একটু দারানএকটা কথা শুনে যান (নাবিলা)  
পরে দেখা হলে শুনে নিব এখন আসি(আমি)  
আর কিছু বলতে না দিয়ে আমি গাড়িতে উটে যাই  
ভাই আপনি তো কোন মেয়ের সাথে অতবেশি কথা বলেন না কিন্তু এই মেয়ের  
সাথে যে এত কথা বললেন যে(রানা)  
জানিনা এই মেয়েটার উপর কি এমন মায়া কাজ করছিল যে এতক্ষন কথা  
বলছি(আমি)  
ও ভাই কোন প্রেমে পরে গেলেন নাকি(জয়)  
হুম হতে পারে কিন্তু আমার মত খুনি ছেলেকে কি ও মেনে নেবথ  
নাকি(আমি)  
ভাই দেখে নিয়েন ভাবি আপনাকে ঠিকই মেনে নেবে (জয়)  
হুম তাই যেন হয়(আমি)  
হুম (সাগর)  
তারপর বাসায় চলে আসি  
রাতে নাবিলা শুধু ভাবতেছে কি সুন্দর ছেলে ও প্রথম দেখাতে প্রেমে পরে গেছি  
! কিন্তু ও কি আমাকে ভালোবাসবে , আরকি ছেলে বাবা পুরো কথা না বলে  
চলে গেল  
আর এদিকে আমি শুধু ভাবতেছি নাবিলাকে কি আমি প্রথম দেখাতে ভালোবেসে  
ফেলছি কিন্তু ও কি আমার মত গুন্ডা ছেলেকে ভালোবাসবে  
ঠিক তখনই আমার ফোনে কল আসে ফোন তুলে দেখি  
এখানকার মন্ডি কল দিছে তাই ফোন রিসিভ করি  
তুমি নাকি আমার ছেলের গায়ে হাত তুলছ (মন্ডি)  
হুম ! কিজন্য তুলছি সেটা নিশ্চয় জানেন(আমি)  
একটা মেয়ের জন্য তুমি আমার ছেলের গায়ে হাত তুলস (মন্ডি)  
হুম একটা মেয়ের জন্য আপনার ছেলের গায়ে হাত  
হাত তুলছি এখন আপনি যা পারেন করে নিয়েন(বলে ফোন কেটে দিলাম)

৩ দিন পরে

আমি একটা পার্কে ডুকব তখনই দেখি নাবিলাকে

নাবিলা আমাকে দেখে দৌরে আমার কাছে আসে

আপনি এখানে (নাবিলা)

কেন আসতে পারি না বুজি(আমি)

হুম পারেন তা এখানে কিজন্য এসেছেন (নাবিলা)

এই এমনে একটু ঘুরতে আসছি কিন্তু আপনি এখানে কেন(আমি)

আমিও ঘুরতে আসছি(নাবিলা)

ওহহ. (আমি)

আচ্ছা আপনি প্রেম করেন(নাবিলা)

আমার মত ছেলের সাথে আবার কে প্রেম করবে (আমি)

সত্যি আপনি প্রেমক করেন না (নাবিলা খুশি হয়ে বলল )

হুম আপনি(আমি)

না (নাবিলা)

তারপর নাবিলা যা বললল তা শুনে তো আমি অবাক

.

.

.

.

.

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ফেঁত

#পার্ট:১০

#লেখক:Yousuf chowdhury

....

....

তারপর নাবিলা আমাকে বললল

আমি না তোমাকে প্রথম দেখাতে ভালোবেসে ফেলেছি(নাবিলা) □ □

কি তুমি যান আমি একজন মাফিয়া (আমি)

হুম জানি তাও তোমাকে আমি ভালোবাসি(নাবিলা)

কিন্তু (পুরোটা বলতে না দিয়ে )

কোন কিন্তু না ! তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না (নাবিলা)

হুম বাসি কিন্তু তোমার মা - বাবা কি আমাকে মেনে নেবে(আমি)  
মা - বাবা বেচে থাকলে তো মনে নেবে (খানিকটা মন খারাপ করে )  
মানে(আমি) □ □

বাবা- মা অনেক. আগে আমাকে ছেঁরে উপরে চলে গেছে(খানিকটা কান্না  
শুরে)

ও সরি আমি এভাবে বলতে চাইনি (আমি)

হুম ঠিক আছে কিন্তু তুমি আমায় ভালোবাসবে (নাবিলা)

হুম কিন্তু আমাকে কখনো ছেঁরে চলে যাবে না তো( আমি)

চলে যাইলে তোমাকে আর ভালোবাসতে আসতাম না (নাবিলা)

সত্যি( বলে ওকে জরিয়ে ধরতে যাব তখন বাধা দেয়)

তুমি আমাকে জড়িয়ে দরতে পারবা না (নাবিলা)

কেন (আমি অবাক হয়ে) □ □

তুমি কি এখনো আমাকে প্রোপজ করছ (নাবিলা)

নাতো (আমি)

তাহলে আগে প্রপোজ কর(নাবিলা)

আমার লজ্জা করে (আমি মজা করে বললাম )

হুম আর ডং করতে হবে না তাড়াতাড়ি আই লাভ ইউ বল (নাবিলা)

আচ্ছা আচ্ছা বলতেছি(আমি)

হুম(নাবিলা)

আই লাভ ইউ নাবিলা (আমি)

আই লাভ ইউ বাবুতা (বলে আমাকে জরিয়ে ধরে আমার গালে একটা চুমু  
দিয়ে দিছে )

এমন সময় রানা, বলল

ভাই আপনি রোমান্স করেন আমরা কোথা থেকে ঘুরে আসি(রানা)

তা শুনে নাবিলা আমার বুকে মাথা লুকাল লজ্জায়

আচ্ছা যাহ কিছুক্ষন পর আমি কল দিয়ে ডাকব(আমি)

হুম(বলে ওরা চলে গেল)

ওরা যা বলল তা হবে নাকি (আমি)

কি (নাবিলা)

রোমান্স (আমি)

যাহ দুষ্ট (বলে আবার আমার বুকে মাথা লুকাল )  
আচ্ছা চলো ওই বেঙ্গটায় গিয়ে বসি (আমি)  
হুম চল (নাবিলা)  
তারপর বেঙ্গটাতে গিয়ে বসলাম  
আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বলি (নাবিলা)  
হুম বল(আমি)  
তুমি গুন্ডামি কেন কর তুমি তো ভালো মানুষও হতে পারতে(নাবিলা)  
সেটা অনেক বড় কাহিনি শুনবে(আমি)  
হুম (বলে মাথা নারাল)  
তাহলে শুন  
আমি ছোট থাকতে মা- বাবাকে হারাইছি  
মা - বাবা মারা যাওয়ার তখন আমাকে একটা আমার পাশের বাসার আংকেল  
ছোট থেকে বড় করেছে নিজের ছেলের মত করে  
আংকেলের কোন এ পৃথিবিতে কেউ ছিল না  
তাই আংকেল আমাকে ছোট থেকে নিজের ছেলের মত করে বড় করেছে  
এভাবে আমি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকি  
আমার বয়স যখন ১৬ বছর একদিন আংকেল আর বাসায় সুয়ে ছিলাম  
তখনই বাসার দরজায় কেউ টোকা দেয়  
আংকেল দরজা খুলে দেয়  
দরজা খুলতেই ৫জন লোক বাসর ভিতর ডুকে যায়  
লোকগুলো ডুকেই আংকেলকে বলে  
এই তোকে না বলছি আমার লোককে দোকানের চাদা দিতে (লোকটি)  
আমি কেন তোর লোককে টাকা দিতে যাব এগুলো আমি কষ্ট করে কামাই  
করি(আংকেল)  
কি তোর এত বড় সাহস আমার কথার উপর কথা বলস (লোকটি)  
এক পর্যায়ে লোকগুলোর সাথে আংকেলের কথা কাটাকাটি হয় আমি তা দরজার  
পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেছি  
এক পর্যায়ে একটা লোক গুলি বের করে আংকেলকে গুলি করে দেয়  
তা দেখে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি তা শুনে লোকটি আমার কাছে আসতে যাবে  
তার আগেই



আমি তাকে একটি ঘুমি মেরে তার হাতের বন্ধুকটি নিয়ে পেলি  
তারপরে একে একে ৫ জনকে গুলি করে  
আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাই  
কিছুদূর যেতেই দেখি  
৩ টা লোক ৪টা ছেলেকে দিয়ে ড্রাগস বিক্রি করাইতেছে  
তা দেখে আমি সেখানে গেলাম  
আমাকে দেখে একটা লোক বলল  
বাহ বাহ কাজ করানোর জন্য ছেলে খুজতেছি আর ছেলে দেখি আমাদের সামনে  
হাজির (একটা লোক)  
হুম ওকেও কাজে লাগিয়ে দে (আরেকটা লোক)  
কে কাজে লাগায় দেখি( বলে ওদের ৩ জনকে ৩ টা গুলি করলাম)  
তারপর ছেলেগুলোর কাছে গেলাম  
তোমাদের নাম কি(আমি)  
জি ভাই আমার নাম রানা  
আমার নাম রাজু  
আমার জয়  
আমার সাগর  
আজকে থেকে তোমরা আর এই কাজ করবা না আজকে থেকে তোমরা আমার  
হয়ে কাজ করবে  
হুম ভাই (সবাই একসাথে বলল)  
তারপর ওদেরকে নিয়ে ওখানথেকে চলে গেলাম  
তারপর আমরা একটা গ্যাং তৈরি করি  
তারপর আস্তে আস্তে আমি খারাপ লোকদের খুন করতে শুরু করি  
কিন্তু আমি গরিব মানুষকে সাহায্য করতাম তাই সবাই আমাকে ভালো যানত  
আস্তে আস্তে আমার নাম সব দিকে ছরিয়ে পরে তারপর আমি হয়ে যাই  
ওয়াল্ড মাফিয়া কিং শুভ

....

..

□

.

.

এটা শোনার নাবিলা বলল

তাহলে তোমার জীবন ছিল খুবই কষ্টকর (নাবিলা)

হুম আচ্ছা ওসব বাদ দেও (আমি)

হুম(নাবিল)

আচ্ছা তোমার মা-বাবা তো মারা গেছে তাহলে তুমি পড়ালেখা কর

কিভাবে(আমি)

[ও বলতে ভুলে গেছি নাবিলা নাকি এখানে একটা কলজে ভর্তি হয়েছে)

টিউশনি করে(নাবিলা)

আহারে আমার হবু বউ টা কত কষ্ট করে(আমি)

হুম (নাবিলা)

আচ্ছা চল আজকে বাসই যাই(আমি)

আর একটু থাকি না(নাবিলা)

না একটু কাজ আছে চল(আমি)

তারপর নাবিলাকে ওর মেসে দিয়ে আসি আর আমি আমার বাসায় চলে আসি

এভাবে আমাদের রিলেশন চলতে থাকে

আমি নাবিলা কে খুব ভালোবাসতাম

.  
. .  
. .  
. .  
. .

#মাফিয়া\_কিং\_যখন\_ক্ষত

#পার্ট:১১ ও শেষ

#লেখক: ইউসুফ চৌধুরী

.....

....

নাবিলা আমাকে কল করে বলে

বাবু কি কর (নাবিলা)

জি সুয়ে আছি আর তোমার কথা ভাবতেছি তুমি(আমি )

ও তাই! আমিও তোমার কথা ভাবতেছি (নাবিলা)

ও তাই(আমি)

হুম ! আচ্ছা কিছু খাইছ (নাবিলা)

হুম তুমি(আমি)

হুম থাইছি !.. আচ্ছা তোমার সাথে একটা কথা আছে একটু দেখা করতে  
পারবা বিকালে (নাবিলা)

হুম(আমি)

কিন্তু কই দেখা করব (নাবিলা)

আচ্ছা বিকালে পার্কে চলে আসিও(আমি)

আচ্ছা ঠিক আছে (নাবিলা)

হুম(আমি)

আচ্ছা এখন রাথি (নাবিলা)

ওকে (বলে ফোন কেটে দিলাম)

বিকালবেলা আমি পার্কে গিয়ে বসে আছি

কিন্তু নাবিলার আসার কোন নাম গল্প নাই

অনেক্ষন বসে থাকার পর নাবিলা আসে

নাবিলাকে দেখে আমি চোখ ফেরাতে পারতেছি না কারন নাবিলা একটা নিল

সাড়ি পরছে সাথে ঠোটে একটু লিপিস্টিকআর চোখে একটু কাজল

আমি একধ্যানে ওর দিকে তাকিয়ে আছি

নাবিলা আমার কাছে এসে বলল

এভাবেব তাকিয়ে কি দেখ(নাবিলা খানিকটা লজ্জা পেয়ে বলল)

পরি দেখি(আমি)

এখানে পরি আসবে কই থেকে (নাবিলা)

কেন বাবু তুমি পরির চেয়ে কম নাকি (আমি)

যাহ দুষ্ট (লজ্জা পেয়ে আমাকে জরিয়ে দরে আমার বুকে মাথা লুকাল)

হইছে আর লজ্জা পেতে হবে না!তা এত জররি কিজন্য ডাকছ(আমি)

তোমাকে ছারা আর একা থাকতে ভালো লাগতেছে না তাই বলতেছি আমি

তোমার সাথে থাকব (নাবিলা)

কি বলতেছ বিয়ের আগে কিভাবে আমার কাছে থাকবে(আমি)

ও আচ্ছা! তুমি আমাকে বিয়ে কবে করবা (নাবিলা)

এই তো কয়েকদিন পরে করব(আমি)

না তুমি আমাকে কালকেই বিয়ে করবা তোমাকে ছারা আমার একা একটুও

ভালো লাগে না(নাবিলা)

আচ্ছা কালকেই করব (আমি)

সত্যি (খুশি হয়ে বলল)

হুম(আমি)

আচ্ছা আমার জন্য এখন আমি আইসক্রিম খাব(নাবিলা)

এখন আইসক্রিম খাবা(আমি) □ □

হুম খাব ! যাও নিয়ে আস এফ্ফনি (নাবিলা)

আচ্ছা যাইতেছি(আমি)

আমি যখনই আইসক্রিম আনতে একটু সামনে যাই তখনই শূনি পিছনে গুলির শব্দ

আমি তাড়াতাড়ি পিছনে তাকিয়ে দেখি

নাবিলা পরে যাচ্ছে মাটিতে ওর গায়ে থেকে রক্ত ঝরতেছে

সামনে তাকিয়ে দেখি মন্দির আর তার ছেলেসামনে দারিয়ে আছে সাথে কতগুলো গুলন্দা

আমি \*নাবিলা\* বলে চিৎকার দিয়ে উঠি

আমি দৌরে নাবিলার কাছে যাব তখনই মন্দির ছেলে আমার গায়ে একটা গুলি করে গুলিটা সোজা আমার বাম হাতে লাগে

তখন মন্দির ছেলে বলে আমাকে বলে

তুই এই মেয়ের জন্য আমার গায়ে হাত দিচ্ছিত তাই তোদের দুজনকে শেষ করে দিব (মন্দির ছেলে)

কিরে তুই নাকি মাফিয়াদের কিং কই তোর কিং গেল কই(মন্দির)

বাবা এসব কিংকে আমি দেখে নিব (মন্দির)

এই বলে ও যখন আমাকে গুলি করতে যাবে তখনই

রাজু , রানা , জয়, আর সাগর হাজির

ওরা এসেই গুলি করতে শুরু করে দেয়

ওদের গুলি খেয়ে একে একে সবাই মাটিতে পরে যেতে থাকে

ওরা গুলি করে সবাইকে মেরে ফলে

আমি তাড়াতাড়ি নাবিলার কাছে গেলাম ওকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলাম

তোমার কিছু হবে না নাবিলা আমি তোমার কিছু হতে দেব না

আমি মনে আর বেশিক্ষন বাচব না (নাবিলা)

না আমি তোমার কিছু হতে দিব না আমি তোমাকে বাচাব (আমি)

না আমাকে চাইলে তুমি আর বাচাতে পারবে না !

বরং শুভ তুমি আমাকে কথা দাও তুমি কখনও আর গুন্ডামি করবে না আজ থেকে আর গুন্ডামি করবে না বরং একজন ভালো মানুষ হয়ে যাবে আর একটা ভালো মেয়ে দেখে তুমি বিয়ে করে নিবে , কথা দাও আমাকে  
না নাবিলা আমি তোমার কিছু হতে দিব না (আমি কান্না করে কথা গুলো বললাম)

আগে বল আমার কথাগুলো রাখবে তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব(নাবিলা)  
আমি তোমার সব কথা রাখব কিন্তু আমি তোমার কিছু হতে দিব না □□□

শুভ মরার আগে একবার কি আমাকে জরিয়ে ধরবে (নাবিলা)

আমি নাবিলাকে জরিয়ে ধরলাম. শক্ত করে

কিন্তু নাবিলা আর কোন কথা বলে না

দেখি নাবিলা আর এই দুনিয়াতে নাই

আমি নাবিলা বলে জোরে একটা চিৎকার দিলাম

তারপর আমি ওর দাফন কাজ শেষ করে তারপর আমি সেখান থেকে বাসায় চলে আসি

বাসায় এসে বলি মনে মনে বলি

(নাবিলা তুমি বলেছিলি আমাকে একদিন কখনো আমাকে ছেঁরে চলে যাবে না তাহলে আজ কেন চলে গেলে

আমি কখনো তোমাকে ছেঁরে চলে যাবো না সব সময় পাশে থাকব তোমাকে  
কিন্তু আমার দেয়া কথাগুলো রাখতে হবে

হুম আমি রাখব বলে আমি লাফ দিয়ে উটে যাই ঘুংম থেকে উটে দেখি রাত ২ টা বাজে তাড়াতাড়ি বিছানায় তাকালাম দেখি কেউ নেই তাহলে আমি কি এতক্ষন স্বপ্ন দেখতেছিলাম আমার আবার কান্না চলে আসে)

তারপরের দিন আমি

নাবিলার কথা পালন করার জন্য সিলেট ছেঁরে বিদেশে পাড়ি জমাই তারপর ৫ বছর পর দেশে এসে এই কলজে ভর্তি হই

মারামারি ছারার জন্য আমি ক্ষেত থাকার চেষ্টা করি কিন্তু তানহা তুমি আমাকে তা ছারতে দিলে না

আমার কথা শুনে ওরা কাদতেছে

আমাকে মাফ করে দেও শুভ আমি এতদিন অনেকে অপমা করেছি আমি

জানতাম না তোমার সাথে এতকিছু ঘটে গেছে(তানহা কান্না করে কথাগুলো বলল)

হুম আচ্ছা আমি এখন বাসায় যাই. (আমি)

কেন আরকটু থাক (রাহাত)

না রে ভালো লাগতেছে না (আমি )

তারপর আমি বাসায় চলে আসি

রাতে তানহা ভাবতে থাকে শুভকে যে আমি ভালোবাসি তা যদি বলি তাহলে শুভ কি আমাকে গ্রহন করবে, শুভ কি আমাকে নাবিলার জায়গাটুকু পূরন করতে দিবে

যা হওয়ার হবে কালকে আমি ওকে ভালোবাসার কথা বলবই বলব

তারপরের দিন সকালে

শুভ তোমার সাথে একটা কথা আছে (তানহা)

হুম কি কথা (আমি)

তুমি কি আমাকে নাবিলার জায়গাটুকু পূরন করতে দিনে(তানহা)

মানে (আমি)

মানে আমি তোমাকে ভালোসে ফেলেছি তুমি কি আমাকে নাবিলার মত করে ভালোবাসবে (তানহা)

না আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না আমি শুধু নাবিলাকে ভালোবাসি আর কাউকে না

এই বলে আমি চলে আসতে যাব তখন তানহা বলল

তুমি যদি আমাকে ভালোনাবাসো তাহলে আমি আমার সুসাইড করব

তানহা কান্নাকরে কথাগুলো বলল

আমি কোন কথা না বলে বাসায় চলে আসি

((আমি বাসায় এসে সুয়ে পরি আর ভাবতে থাকি আমি নাবিলাকে ভালোবাসি আর কাউকে না আর আমি আর কাউকে ভালোবাসবও না

তখনই

শুভ তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিছ একটা ভালো মেয়ে দেখে তুমি বিয়ে করবে কিন্তু আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আর কাউকে তোমার জায়গায় কল্পনা করতে পারি না

কিন্তু আমি তো তোমার কাছে সবসময় আছি

তুমি তানহাকে মেনে নেও এবং ওকে বিয়ে করে ফেল  
কিন্তু

কোন কিন্তু না তুমি রাজি হও না হলে আমি খুশি হব না )

আচ্ছা আমি রাজি হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়

ঘুম থেকে উটে দেখি বিকাল চারটা বাজে

তখনই আমার স্বপ্নে বলা নাবিলার কথাগুলো

মনে পরল

আমি মনে মনে বলি নাবিলা যেহতু বলেছে তানহাকে মেনে নিলে ও খুশি  
তাহলে

আমি তানহাকে মেনে নিব আমি নাবিলার জন্য সব করতে পারি

তখনই আমার ফোন বেজে ফোন তুলতেই

বাবা ,আমি তানহার বাবা বলছি

হে আংকেল বলেন(আমি)

বাবা তানহা রুমে গিয়েছে কখন থেকে এখনও বের হচ্ছে না শুধু তোমার কথা  
বলতেছে শুধু তোমাকে নাকি এনে দিতাম. বাবা তুমি একটু আমার বাসায় আস  
(তানহারর বাবা কান্না করে কথাগুলো বলল)

আংকেল আমি এক্ষনি আসতেছি(আমি)

আমি তাড়াতাড়ি তানহার বাসায় গেলাম দেখি আংকেল দরজার বাহিরে দারিয়ে  
আছে

আংকেল আমাকে দেখে বলল

বাবা তুমি আসছ (আংকেল)

হুম আংকেল আপনি যান আমি দেখতেছি ( আমি)

হুম ( বলে আংকেল নিচে চলে গেল)

আমি তানহাকে ডাক দিলাম

তানহা (আমি)

তানহা আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আমাকে জরিয়ে দরল  
আর বলল

তুমি তখন আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেলে কেন (কান্না করে বলল)

আমি তখন তোমার ভালোবাসা বুজতে পারি নাই(আমি)

আর কখনো ছেড়ে যাবে না (তানহা আমাকে শক্ত করে জরিয়ে ধরলাম)

ঠিক আছে(আমি তাকে জরিয়ে ধরি)  
তারপর নাবিলা আমাকে কানে কানে বললল  
আজ আমি অনেক খুশি তুমি আমার কথা রাখস  
আর তানহাকে কখনো কষ্ট দিও না  
সেটা হয়ত কেউ শুনতে পায় নি  
হুম(বলে আমি তানহাকে শক্ত করে জরিয়ে দরি )  
তারপর আমার সাথে তানহার শুরু হল নতুন জিবন।

....

...

....সমাপ্ত.....

Thanks all..

[#Sakib\\_Nisi](#)